The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 17, No. 33-34, Published by the Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098, e-ISSN 2408-851X
DOI : http://dx.doi.org/10.70438/dujl/173334/0005

মুহম্মদ আবদুল হাই-এর ‘আমাদের বাংলা উচ্চারণ’ প্রবন্ধের স্বরূপ অন্বেষণ

মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান*

Abstract: Muhammad Abdul Hai was popular Bengali author for his scholarly contributions of Bangla literature. He was an educationist, literateur, editor, phonologist, novelist and professor. Muhammad Abdul Hai is one of the most influential linguists in Bangladesh. He was born in Murshidabad, India in 1919 in the village of Maricha. He died in a train accident on June 3, 1969. Abdul Hai contributed much in the discussion of language and culture. He had written many articles and books about Bengali culture and language. `Amader Bangla Uccharon’ is one of the best articles written by Mubammad Abdul Hai, it is especially famous for scholarly articles of Bangla language and culture. This article is very important in the study of Bangla language and culture because it has much influence on the Bengali readers and researchers. This article attempts to enumerate the analysis about pronunciation of Bengali language,- many factors are attested with it as dialect, sociolect, idiolect, socio-cultural condition, social stratification and so on. This article attempts to discuss the Bengali pronunciation in many areas of Bangladesh.

Keywords: Dialect, Standard Bangla, Sociology, Received Pronunciation, Teaching

১. ভূমিকা

বাংলাদেশে ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় অন্যতম প্রতিভূ হলেন মুহম্মদ আবদুল হাই। তিনি এদেশের ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় নতুন দিগন্তের সূচনা করেন। ভাষাবিজ্ঞানের চারটি প্রধান বিভাগ হলো ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্ব। ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় ধ্বনিবিজ্ঞানের বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণে মুহম্মদ আবদুল হাই অনন্যসাধারণ। তিনি বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে বাংলা ভাষার ধ্বনিগুলোকে বিন্যস্ত প্রয়াস পেয়েছেন (আসাদুজ্জামান, ২০২১)। ‘আমাদের বাংলা উচ্চারণ’-প্রবন্ধে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের ধ্বনিসম্পর্কিত এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ স্থান পেয়েছে। এ-প্রবন্ধে তিনি ভাষা, উপভাষা, গৃহীত

* অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উচ্চারণ, উচ্চারণ সূত্র, আমাদের উচ্চারণের সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ প্রভৃতি প্রপঞ্চ বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছেন।

২. ভাষাবিজ্ঞানী আবদুল হাইয়ের পরিচিতি

মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯১৯ সালের ২৬ শে নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার রাণীনগর থানার মরিচা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি মাদ্রাসায় এবং পরে ভর্তি হন ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে। এইচএসসি পাশের পর তিনি ১৯৩৮ সালে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে (আসাদুজ্জামান, ২০২১)। 'তিনি ১৯৪১ সালে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় এবং ১৯৪২ সালে এম. এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর তিনিই প্রথম মুসলিম ছাত্র যিনি বাংলা অনার্স ও এম.এ উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হবার গৌরব লাভ করেন' (মনিরুজ্জামান, ২০০০: ১৫)।

ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে শিক্ষকতার মাধ্যমে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের কর্মজীবন শুরু। এরপর বেঙ্গল জুনিয়র এডুকেশন সার্ভিসে বাংলার লেকচারার পদে যোগ দেন এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম ও কৃষ্ণনগর সরকারি মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৭ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তিনি রাজশাহী সরকারী কলেজে লেকচারার হয়ে চলে আসেন। মুহম্মদ আবদুল হাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রভাষক পদে যোগ দেন ১৯৪৯ সালে। তিনি ১৯৫০ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকান স্টাডিজের ভাষাতত্ত্বে গবেষণার জন্য ভর্তি হন। এখানে তিনি শিক্ষক হিসেবে পেয়েছেন বিশিষ্ট ধ্বনিবিজ্ঞানী ও ভাষাবিজ্ঞানী জে, আর ফার্থ। তাঁর অধীনে তিনি *A Study Of Nasals and Nasalisation in Bengali* শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে ১৯৫২ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন এবং ঐ বছরই দেশে ফিরে এসে বাংলা বিভাগে পুনরায় যোগদান করেন। ১৯৫৪ সালে তিনি এ বিভাগে রীডার ও অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন । এরপর ১৯৬২ সালে তিনি বাংলা বিভাগে অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত হন (হোসেন, ২০১৮)। সাহিত্য, ভাষাবিজ্ঞান ও সংস্কৃতি আলোচনায় তাঁর গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে-সাহিত্য ও সংস্কৃতি (১৯৫৪), বিলাতে সাড়ে সাত শ দিন (১৯৫৮), তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা (১৯৫৯)

ভাষা ও সাহিত্য (১৯৬০), এ ফোনেটিক এন্ড ফোনোলোজিক্যাল স্টাডি অব নেইজালস অ্যান্ড নেইজালাইজেশন ইন বেঙ্গলি, ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব (১৯৬৪), বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (সৈয়দ আলী আহসান সহযোগে) (১৯৬৮) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় মুহম্মদ আবদুল হাই যে সম্ভাবনাময় ঐতিহ্য তৈরি করেছেন তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে দেশে বিদেশে আজও ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় তাঁর প্রভাব প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান অধ্যয়নে তাঁর

অবদান অনন্য। তাঁর অবদান সম্পর্কে হক বলেছেন, 'আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান ও আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞান একটি নতুন পাশ্চাত্যবিদ্যা। বাংলা ভাষার নিকট এ বিদ্যা এতদিন অজ্ঞাত ছিল। এই বিলেতি বিদ্যায় পারদর্শী লোকের অভাব আমাদের নেই। কিন্তু আজ অবধি অধ্যাপক আবদুল হাই ছাড়া আর কেউ এ বিদ্যা বাংলা ভাষায় আমদানী করেননি (হক, ২০০০: ৭৬)। এই জ্ঞানতাপস ১৯৬৯ সালে এক ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন।

৩. গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণাকর্মের মাধ্যমে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের 'আমাদের বাংলা উচ্চারণ' প্রবন্ধের বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে। এ আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য আলোচ্য প্রবন্ধের একটি বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা উপস্থাপন।

৪. গবেষণার যৌক্তিকতা

মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের বিভিন্ন গ্রন্থ নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধগুলো নিয়ে তেমন কোনো কাজ হয়নি। উল্লেখ্য যে, ভাষাব্যবহারের সময় উচ্চারণ একটি বড় প্রত্যয় হিসেবে স্বীকৃত। 'আমাদের বাংলা উচ্চারণ'-প্রবন্ধে মুহম্মদ আবদুল হাই আমাদের বাংলা উচ্চারণের নানাদিক অনুপুঙ্খ উপস্থাপন করেছেন। এ প্রবন্ধটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়নি বললেই চলে। অথচ প্রবন্ধটির গুরুত্ব সর্বদা প্রাসঙ্গিক। সঙ্গতকারণেই এ বিষয়ে আলোচনার অবকাশ রয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলা উচ্চারণ সম্পর্কিত মুহম্মদ আবুদল হাইয়ের অভীক্ষা পর্যালোচনা গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে বিবেচিত হয়েছে। তাই এ গবেষণাকর্মের যৌক্তিকতা সহজেই অনুমেয়।

৫. গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য গবেষণাটি বর্ণনামূলক। তাত্ত্বিক দিকের আলোচনাই এখানে স্থান পেয়েছে।

৫.১ উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল: গবেষণাকর্মটিতে দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে এ বিষয়ে প্রকাশিত বই, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও নিবন্ধ বেছে নেয়া হয়েছে।

৫.২ উপাত্ত বিশ্লেষণ: উপাত্ত সংগ্রহের পর তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উপাত্ত বিশ্লেষণে গুণগত পদ্ধতি ও মিশ্র পদ্ধতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে।

৬. গবেষণা প্রশ্ন

গবেষণাকর্মে দুটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে;

ক) বাংলা উচ্চারণ সম্পর্কে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের অভিমত কী?

খ) বর্তমানে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের আলোচ্য প্রবন্ধের প্রায়োগিকতা কতটুকু?

৭. ‘আমাদের বাংলা উচ্চারণ’ প্রবন্ধের আলোচ্যবিষয়

ভাষাবিজ্ঞানী মুহম্মদ আবদুল হাই ‘আমাদের বাংলা উচ্চারণ’ প্রবন্ধে বাংলা ভাষার উচ্চারণ আলোচনার পাশাপাশি এর সাথে সংশ্লিষ্ট বাঙালি সংস্কৃতির নানাদিক আলোচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। ভাষা আলোচনায় তিনি সামাজিক বাস্তবতার স্বরূপ উদঘাটন করেছেন। এ প্রবন্ধের সংশ্লিষ্ট বিষয়সমুহ নিচে বর্ণনা করা হয়েছে।

৭.১ *উপভাষার সংজ্ঞার্থ নিরূপণ*: অঞ্চল বিশেষের ভাষাকে এককথায় বলা যায় উপভাষা। মুহম্মদ আবদুল হাই প্রবন্ধের শুরুতেই উপভাষার সংজ্ঞা প্রদান করেছেন- ‘একটি দেশের সমগ্র অঞ্চল জুড়ে নিতান্ত স্বাভাবিক কারণেই সে দেশের ভাষার এক রকম উচ্চারণ হয় না। এক একটি অঞ্চল বিশেষের উচ্চারণ এক এক রকম। অঞ্চল বিশেষের উচ্চারণ উপভাষাগত বা উচ্চারণ নামে পরিচিত’ (হাই, ১১৯৪: ৫৪)।

৭.২ *প্রমিত ভাষার সংজ্ঞার্থ নিরূপণ*: প্রমিত অর্থ আদর্শ চলিত ভাষা। ইংরেজিতে চলিত ভাষাকে স্ট্যান্ডার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ (Standard Language) বলা হয়ে থাকে। ভাষার সর্বজনগ্রাহ্য ও সর্বোচ্চ মার্জিত রূপকে বলা হয় চলিত ভাষা। কোনো ভাষা-ভাষী অঞ্চলে আঞ্চলিক বা উপভাষার ওপরে সর্বজনগ্রাহ্য একটি আদর্শ রূপ গড়ে ওঠে, এই রূপকে বলা হয় প্রমিত ভাষা। দেশের অধিকাংশ মানুষ এ ভাষার এরূপটি ব্যবহার করে থাকেন। কোনো দেশের মানুষের মধ্যে সর্বজনগ্রাহ্য ভাষার রূপ হলো প্রমিত রূপ। এ রূপ সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যবহৃত হয় এবং সবাই এ ভাষা বোঝেন। অঞ্চলভেদে ভাষার পার্থক্যের কারণে এক অঞ্চলের মানুষ অন্য অঞ্চলের ভাষা সঠিকভাবে না বুঝলেও প্রমিত ভাষার ক্ষেত্রে এ সমস্যা হয় না। শিক্ষা ও আনুষ্ঠানিক কাজে ভাষার এই প্রমিত রূপের ব্যবহার অধিক লক্ষণীয়। প্রমিত ভাষার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ১. প্রমিত ভাষা একটি ভাষী অঞ্চলে সর্বজন ব্যবহার্য ভাষা। ২. আনুষ্ঠানিক কাজে এ ভাষার সর্বাধিক গুরুত্ব বিদ্যমান। ৩. শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রমিত ভাষার প্রয়োগ দেখা যায়। ৪. দেশের প্রতিনিধিত্বকারী ভাষা হিসেবে এটি স্বীকৃতি পেয়ে থাকে। ৫. দেশের সব অঞ্চলের ভাষা ভাষার প্রমিত রূপটি বুঝতে পারে।

৭.৩ *প্রমিত ভাষা ও আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা*: প্রমিত ভাষা হলো একটি দেশের সব অঞ্চলের মানুষের যোগাযোগের জন্য বোধগম্য ভাষা। অন্যদিকে আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা হলো একই ভাষার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত ভাষা। দেশে বইপুস্তক রচনা ও আনুষ্ঠানিক পরিবেশে মুখের ভাষা ও লেখার ভাষা হিসেবে প্রমিত ভাষা ব্যবহার করা হলেও আঞ্চলিক ভাষা কেবল নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে মনে রাখতে হবে, মুখের ভাষাকে ভিত্তি করেই ভাষার প্রমিত রূপ গড়ে ওঠে। অঞ্চলভেদে ভাষার পার্থক্যকে এককথায় উপভাষা বলা হয়ে থাকে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি কারণে কোনো একটি অঞ্চলের উপভাষা সমগ্র দেশের মানুষের ভাব আদান-প্রদানের বাহন রূপে চল হয়ে যায়। ভাষার এরূপ উচ্চারণকেই আদর্শ উচ্চারণ রূপে ধরা হয়।

আমাদের দেশে সর্বত্র বাংলা ভাষার প্রচলন থাকলেও অঞ্চলভেদে এই ভাষার উচ্চারণে ভিন্নতা দেখা যায়। একই শব্দ ও বাক্য একেক অঞ্চলে একেকভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন: 'পুত্র' বোঝাতে গিয়ে কোনো অঞ্চলে 'পুত', কোথাও 'ছাওয়াল', কোথাও 'হুত', কোথাও 'ছল', কোথাও 'গ্যাদা', কোথাও 'গ্যান্দা' আবার কোথাও 'পোলা' বলে উচ্চারণ করে। মূলত অঞ্চলভেদে ভিন্নভাবে উচ্চারিত এসব শব্দ দিয়ে একই অর্থ প্রকাশ করা হয়। অঞ্চলভেদে উচ্চারণের এই ভিন্নতার কারণে এক অঞ্চলের মানুষের কাছে অন্য অঞ্চলের মানুষের শব্দ ও বাক্য অনেক সময় বোধগম্য হয় না। একই ভাষার জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষার এই দুর্বোধ্যতা দূর করার জন্য ভাষাবিদরা একটি নির্দিষ্ট ধারাকে আদর্শ ধরে নিয়েছেন। দেশের সব অঞ্চলের মানুষের জন্য যোগাযোগের ভাষা এবং বইপত্রের ভাষা সেই রীতিতেই রচিত হয়। ভাষার এই আদর্শ ও সুনির্ধারিত রীতিকে প্রমিত ভাষা বলে। বিশ্বের সব ভাষাতেই এরকম একটি নির্দিষ্ট রীতিকে আদর্শ ধরে প্রমিত ভাষা নির্ধারণ করা হয়।

বাংলাদেশের উপভাষার বহুল ব্যবহারের জন্য নানাবিধ উচ্চারণ ভেদ লক্ষ করা যায়। বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনটি ভাষারীতি সমানভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সাধারণত শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে লেখ্য ও কথ্যরূপে প্রমিত বাংলা, লিখিতরূপে ও পাঠ্যপুস্তকে সাধু/চলিত রীতি এবং বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষীদের মধ্যে মৌখিক ভাষারূপে উপভাষা ব্যবহৃত হয়। প্রমিত বাংলা ব্যবহারকারীরা প্রমিত সাধু/চলিত রীতি ব্যবহার করে থাকে। উপভাষা থেকে আগত ভাষীরা দুটি রূপ ব্যবহার করে। তারা বাড়িতে আঞ্চলিক রূপ এবং সর্বসাধারণের সঙ্গে ও শিক্ষার প্রয়োজনে সাধু/চলিত রীতিতে প্রমিত রূপ ব্যবহার করে। প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্র (১৯১৪) পত্রিকা প্রকাশের পর চলিত বাংলা ব্যবহারের প্রবণতা থেকে বর্তমানে সাধুরীতির ব্যবহার কোনোমতে টিকে আছে।

৭.৪ প্রমিত ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্র: সারা দেশের মানুষ যাতে সহজে বুঝতে পারে সেজন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রমিত ভাষার ব্যবহার হয়। প্রমিত ভাষার ক্ষেত্রগুলো হলো– ক. পাঠ্যবইয়ে রচনা খ. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা অফিস আদালতে গ. অনুষ্ঠান সঞ্চালনা ঘ. সংবাদ পাঠ ঙ. হারানো বিজ্ঞপ্তি প্রচার চ. যেকোনো ধরনের ঘোষণা ছ. খেলার মাঠের ধারাবিবরণী জ. শ্রেণিকক্ষে পাঠদান ঝ. কোনো বিষয়ে বক্তৃতা ঞ. আনুষ্ঠানিক পরিবেশে কথা বলা প্রভৃতি। প্রমিত বাংলা ব্যবহারের তিনটি ক্ষেত্র নির্দেশ করা যায়–ক. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মূলত উচ্চাশিক্ষা ক্ষেত্র খ. অফিস-আদালত গ. আইন-আদালত।

৭.৫ প্রমিত উচ্চারণের দৃষ্টান্ত: পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের ভাষাতেই নানা উপভাষাগত উচ্চারণ রয়েছে। তবু একটি বিশেষ অঞ্চলের উপভাষাই উচ্চারণের দিক থকে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বাহন হয়েছে। ইংল্যান্ডে লন্ডনের ভাষা, জার্মানিতে বার্লিনের, ফ্রান্সে প্যারিসের, চীনে পিকিং-এর, ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলোর মধ্যে তাদের রাজধানীকেন্দ্রিক ভাষাগুলোই প্রমিত ভাষা রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে

যে ইংরেজি সর্বত্র ব্যবহৃত হয়, ইংরেজরা সেই ইংরেজি ভাষাকেই প্রমিত বা মান ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছে। ইংল্যান্ডে এ ইংরেজিকে বলা হয় মান ইংরেজি বা standard English। আর এর উচ্চারণ হলো গৃহীত উচ্চারণ বা Received pronunciation সংক্ষেপে RP।

৭.৬ *আদর্শ বা প্রমিত উচ্চারণ নির্ধারণ*: আমাদের দেশের প্রমিত ভাষা বিকশিত হয়েছে কলকাতার পার্শ্ববর্তী নদীয়া ও এর আশপাশের উপভাষাকে কেন্দ্র করে।

৭.৭ প্রমিত *উচ্চারণ প্রসারে প্রতিবন্ধকতা*:

১. প্রমিত ভাষা সম্পর্কে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা।

২. সৃজনশীল রচনায় প্রমিত ভাষা ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা।

৩. প্রমিত বাংলা ব্যবহারে ঔদাসীন্য।

৪. তথ্যপ্রযুক্তিতে প্রমিত বাংলা ব্যবহারে জটিলতা।

৫. শুদ্ধ উচ্চারণের সীমাবদ্ধতা।

৭.৮ *আদর্শ উচ্চারণ প্রসারে করণীয়*: ভাষা সংজ্ঞাপনের অন্যতম মাধ্যম। ভাষাবিজ্ঞানের প্রধান আলোচনার বিষয় হলো মৌখিক ভাষা। মানুষের উচ্চারণ তাই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ উচ্চারণের ওপরেই নির্ভর করে সংজ্ঞাপনের প্রকৃতি। ব্যক্তির সংস্কৃতি ও মনন প্রকাশেও তা গুরুত্ববহ। বাংলাদেশে অঞ্চলভেদে উচ্চারণের ভেদ অনেক। কিন্তু এ-দেশে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে speech training এর ব্যবস্থা নেই বলে বাংলা ভাষার বিশুদ্ধ উচ্চারণে সমস্যা লক্ষণীয়। বাংলা ভাষার বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্রদের আদর্শ উচ্চারণ বা Received Pronunciation দূরে থাকুক স্বীকৃত উচ্চারণ ও হয় না (আসাদুজ্জামান, ২০২১:৩৫)। মুহম্মদ আবদুল হাই আদর্শ ও স্বীকৃত উচ্চারণ তৈরির জন্য পরামর্শ দিয়েছেন-

> যতদূর সম্ভব বর্তমানের উচ্চারণ শালীনতা ও মাধুর্য রক্ষার্থে প্রথমত আমাদের শিক্ষকদের পরিশোধনের অভিযানই চালাতে হবে। এ ব্যাপারে আমাদের ট্রেনিং কলেজগুলো এবং বিশ্ববিদ্যালয় দুটোকেই বিশেষভাবে উদ্যোগী হতে হবে। ঐ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে বর্তমানে যেসব ছাত্রছাত্রী রয়েছে তাদেরকে উচ্চারণের গুরুত্ব সম্পর্কে নানাভাবে অবহিত করতে হবে; আর যেসব শিক্ষক ঐ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠাগুলোতে কোনোদিনই আসেননি, গ্রীষ্ম কি হেমন্তকালীন অবকাশে তাঁদের নিয়ে সভা সমিতি করে বিংবা প্রয়োজন হলে - এর ব্যবস্থা করে তাঁদেরকে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সজাগ করে তুলতে হবে। এভাবে এগুলো অদূর ভবিষ্যতে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি বা আদর্শ উচ্চারণ না হোক অন্তত বা সকলের গ্রহণযোগ্য একটা উচ্চারণ গড়ে তোলা সহজসাধ্য হয়ে উঠবে (হাই, ১৯৬৯: ২৩)।

৭.৯ প্রমিত উচ্চারণ প্রসারে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা: মানুষের যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হলো ভাষা। ভাষাবিজ্ঞানের প্রধান আলোচনার বিষয় হলো মৌখিক ভাষা। উচ্চারণ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয়। কারণ উচ্চারণের ওপরেই নির্ভর করে সংজ্ঞাপনের প্রকৃতি। উচ্চারণের মাধ্যমে আবার ব্যক্তির সংস্কৃতি ও মননও প্রকাশিত হয়। আমাদের দেশে অঞ্চলভেদে উচ্চারণের ভেদ অনেক। এক অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে অন্য অঞ্চলের ভাষার পার্থক্য বিস্তর। কিন্তু আমাদের দেশে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে speech training এর ব্যবস্থা নেই বলে বাংলা ভাষার বিশুদ্ধ উচ্চারণ সবার দ্বারা হয় না।

৭.১০ ভাষা আয়ত্তীকরণ: অক্ষর পরিচিতি লাভের পূর্বেই শিশু ভাষা আয়ত্ব করে। পরিবেশ থেকে অনুকরণের মাধ্যমে সে শব্দ তৈরি করে শব্দের সাহায্যে বৃহত্তর একক বাক্য তৈরি করে মনের ভাব প্রকাশে সমর্থ হয়। তাই ভাষা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অক্ষর গৌণ ব্যাপার-ধ্বনিই আসল। এই ধ্বনির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিশ্লেষণ করা বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের কাজ। লন্ডন, প্যারিস, প্রাগ, কোপেনহেগেন, মস্কো এবং আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষার ধ্বনি নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গবেষণা চলছে (খান, ২০০০: ১০৫)

বাংলা ভাষার আঞ্চলিক উচ্চারণসমূহ বিদেশি ভাষার উচ্চারণে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং বিদেশি ভাষার প্রকৃত ধ্বনি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকায় উচ্চারণ দোষ কিভাবে বিপত্তি ঘটায় তা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। উচ্চারণ দোষ শুধরাবার পূর্বে যদি ধ্বনি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দেয়া যায় তাহলে উচ্চারণ নিখুঁত হতে পারে। মুহম্মদ আবদুল হাই এ সম্পর্কে বলেন,

প্রত্যেকটি মানুষ যদি তার ভাষায় ধ্বনিগুলো সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়, কোন ধ্বনি কোথা থেকে উচ্চারিত হয় সে সম্পর্কে যদি তার জ্ঞান থাকে, তাহলে নিজের সন্তান-সন্ততির শব্দ ও উচ্চারণের দোষ-ত্রুটিই যে শুধু সারিয়ে দিতে পারে তা নয়, নিজের এবং অপরের শব্দোচ্চারণের প্রয়োজন মতো সুন্দর ধ্বনি তাদেরও সৃষ্টি করতে পারে। (ভাষা ও ব্যক্তিত্ব: তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা, পৃ.১৭২)।

৭.১১ প্রমিত ভাষা ও উচ্চারণ: প্রমিত ভাষায় কথা বলার জন্য দুটি জিনিস গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো হলো ধ্বনির উচ্চারণ ও শব্দের উচ্চারণ। আমরা যখন কথা বলি তখন বিভিন্ন অর্থবোধক ধ্বনি ও ধ্বনিসমষ্টি উচ্চারণ করি। প্রমিত ভাষায় কথা বলতে গেলে এসব ধ্বনি ও ধ্বনিসমষ্টি শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা জরুরি। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিগুলোর উচ্চারণ স্থান ও উচ্চারণ রীতি সঠিকভাবে আয়ত্ত করতে পারলে বাংলা ভাষার প্রমিত উচ্চারণ সহজ হয়। বাংলা ভাষায় ধ্বনি উচ্চারণের তারতম্য দেখা যায় মূলত অল্পপ্রাণ-মহাপ্রাণ, ঘোষ-অঘোষ, তালব্য ও তালব্য দন্তমূলীয় ধ্বনির ক্ষেত্রে।

৭.১২ *প্রমিত ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা*: প্রমিত ভাষার মাধ্যমেই একটি দেশের দাপ্তরিক, আনুষ্ঠানিক প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই ভাষাই মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। সাহিত্যরচনা, সাংবাদিকতা, গণমাধ্যমের ভাষা হিসেবে সর্বত্রই এ ভাষা প্রয়োগ হয়। তাই প্রমিত রূপের প্রয়োগ অত্যন্ত প্রয়োজন। ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে জাতীয় জীবনের সর্বাগ্রে এ ভাষার ব্যবহার রয়েছে বলে ব্যক্তির উন্নয়নের জন্য ভাষার প্রমিত রূপ জানা প্রয়োজন। আর ব্যক্তিগত উন্নয়নের সাথে জাতীয় উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট। জীবনের অন্য সব ব্যাপারে চৌকশ হলেও ভাষা ব্যবহারে দুর্বল কোনো ব্যক্তিকে সমাজে আনস্মার্ট মনে করা হয়। পেশাগত ও অন্য অনেকক্ষেত্রে সে পিছিয়ে থাকে এবং এক ধরনের হীনম্মন্যতায় ভুগতে থাকে (ভট্টাচার্য, ১৯৯৮: .১১)

৭.১৩ *প্রমিত বাংলা ব্যবহারের উপায়*: ভাষা ব্যবহারের প্রতি সতর্ক হতে হবে ও ভাষা অনুশীলন করতে হবে। চর্চার কোনো বিকল্প নেই। অভিধান ব্যবহার করতে হবে। বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান আদর্শ রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। বানান নিয়ে মনে সন্দেহ থাকা ভালো। নিজের প্রতি অতিবিশ্বাস ভালো নয়। তাহলে নিজেকে শোধরাতে পারবেন না।

৭.১৪ *প্রমিত উচ্চারণ প্রসারে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা*: কোনো সম্প্রদায়ের বা দেশের ভাষার বিভিন্ন ভেদ পরিলক্ষিত হয়। এর মধ্যে উচ্চারণ ও বানান পার্থক্য বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। উচ্চারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। কারণ এটি ব্যক্তির পরিচয় ও উন্নতির পরিচায়ক হিসেবে বিবেচিত। প্রমিত উচ্চারণে ব্যক্তি অনেক সময় স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় নিতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অগ্রগণ্য। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভাষা-পরিকল্পনাকারী প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অধিক। বাংলাদেশে ভাষাপরিকল্পনা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলা একাডেমি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতির নাম সবিবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৮. আমাদের বাংলা উচ্চারণ প্রবন্ধের প্রায়োগিকতা

একটি সম্প্রদায়ের বা গোষ্ঠীর ভাষার উচ্চারণের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয় সে সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি। মূল্যবোধ, আদর্শ, ঐতিহ্য ইত্যাদি সংস্কৃতির প্রধান উপাদান হিসেবে বিবেচিত। মুহম্মদ আবদুল হাই তাঁর প্রবন্ধে বাংলা সংস্কৃতির নানাদিক অনুপুঙ্খ তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখযোগ্য-

ক) এ প্রবন্ধ অনুসরণ করে ভাষার প্রায়োদিগকতা নিশ্চিত করা সম্ভব।

খ) প্রবন্ধে ভাষাপরিকল্পনার বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত হয়েছে।

গ) ভাষা ও উপভাষার পার্থক্য নিরূপণে প্রবন্ধের সারতা সহাজেই নির্ণয় করা যেতে পারে।

ঘ) প্রবন্ধটিতে বাস্তবজীবনে প্রমিত ভাষা ব্যবহারের গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে।

ঙ) ভাষার মাধ্যমে ব্যক্তিগত উন্নয়ন তথা জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব-একথা বিবৃত হয়েছে এতে।

চ) প্রমিত ভাষা প্রসারের জন্য বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা আছে প্রবন্ধে। যেমন: প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা,জনসচেতনতা বৃদ্ধি, প্রমিত ভাষার ব্যবহারের প্রতি মনোযোগ, প্রতিষ্ঠানিকক্ষেত্রে এর ব্যবহার বৃদ্ধি, সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম প্রভৃতি আয়োজন করে এ প্রমিত ভাষা ব্যবহারের দিকটি নিশ্চিত করা।

ছ) দেশের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠানসমুহ যেমন-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমি সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কীভাবে প্রমিত ভাষা ব্যবহারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, সে ব্যাপারে নির্দেশনা আছে এ প্রবন্ধে।

বাস্তবজীবনে এ প্রবন্ধের গুরুত্ব অপরিসীম। ভাষা মানুষের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক রূপে পরিগণিত। ভাষার উচ্চারণ রূপই প্রভাব বিস্তার করে সর্বত্র। ফলে প্রাত্যহিক জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত ব্যাপ্তি রয়েছে এই উচ্চারণ প্রবণতা। 'আমাদের বাংলা উচ্চারণ' প্রবন্ধে ভাষার প্রায়োগিক দিকের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও উপযোগিতা বস্তুনিষ্ঠতা সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। এখানে তিনি যেসব নিদের্শনা দিয়েছেন তা অনুসরণ আবশ্যক। একটি ভাষার বিশুদ্ধ চর্চার মাধ্যমে দেশ ও জাতিকে উন্নতির শিখরে আরোহন করা যায়। এ প্রবন্ধে যেমন ভাষাতাত্ত্বিক উৎকর্ষের নির্দেশনা আছে তেমনি আছে ব্যক্তি জীবনের উন্নতি। প্রকৃত উন্নয়ন মূলত এ দুটি গুণের সামবায়িক রূপ। ভাষা সঠিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমেই কোনো ব্যক্তি স্মার্ট হিসেবে সমাজে পরিচিতি লাভ করে। ভাষার সর্বাধিক প্রকাশযোগ্য রূপ হলো এর উচ্চারণ। কাজেই এ-প্রবন্ধের অন্তর্নিহিত সারকথা অনুধাবনের সাহায্যে ভাষা-ব্যবহারকারীর সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হতে পারে। মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের 'আমাদের বাংলা উচ্চারণ'-প্রবন্ধের সারতা সহজেই প্রতিভাত হয়।

৯. উপসংহার

মুহম্মদ আবদুল হাই ভাষা ও সংস্কৃতি সাধনায় অনন্যপ্রতিভু। সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায় তাঁর বিচরণ ছিলো। ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞান গবেষণায় রেখেছেন অসাধারণ অবদান। ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব চর্চায় অভিনিবিষ্ট ছিলেন আমৃত্যু। 'আমাদের বাংলা উচ্চারণ' প্রবন্ধে তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। ভাষা ও উচ্চারণ দ্বিবিধ বিষয়কে তিনি অবিচ্ছেদ্য প্রত্যয় হিসেবে বিবেচনা করেছেন। উচ্চারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সাংস্কৃতিক উন্নয়নের অনুযোজন সংহতি তাঁর প্রবন্ধে মূর্ত হয়ে ওঠেছে। মানুষের অভিব্যক্তি প্রকাশের অন্যতম উপায় ভাষিক অবলম্বন। এ-বিষয়টিকে মুহম্মদ আবদুল হাই বিচার করেছেন বৈজ্ঞানিকতাকে আশ্রয় করে। 'আমাদের বাংলা উচ্চারণ' প্রবন্ধে তিনি সাবলীলভাবে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন-বাঙালির প্রমিত উচ্চারণের

উৎস, প্রমিত উচ্চারণের প্রতিবন্ধকতার নানা প্রত্যয়, উচ্চারণের নানা সূত্র, উচ্চারণে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা, উচ্চারণের গুরুত, প্রমিত উচ্চারণ প্রচারে বিশ্ববিদ্যালয় ও এ-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব প্রভৃতি অনুষঙ্গ। এ প্রবন্ধের সারতা কোনোক্রমেই উপেক্ষণীয় নয়। কাজেই মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের আলোচ্য প্রবন্ধের যেমন ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিদ্যমান তেমনি এর প্রায়োগিক মূল্যও কম নয়।

তথ্যনির্দেশ

আসাদুজ্জামান, মুহাম্মদ। (২০২১)। ভাষা ও সংস্কৃতি অন্বেষণে মুহম্মদ আবদুল হাই। (সম্পা.) মুহম্মদ আসাদুজ্জামান। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাবিজ্ঞান পত্রিকা,পৃ*.২১-৩৭, ঢাকা বিশ্ববিদালয়: ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ

খান, আজহারউদ্দীন। (২০০০)। ভাষাতাত্ত্বিক মুহম্মদ আবদুল হাই। (সম্পা.) মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। *মুহম্মদ আবদুল হাই স্মারকগ্রন্থ-পৃ*.১০৫-১২৪, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

ভট্টাচার্য, শিশির। (১৯৯৮)। *সঞ্জননী ব্যাকরণ*। ঢাকা: চারু প্রকাশনী

মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ। (২০০০)। 'মুহম্মদ আবদুল হাই: জীবন ও সাধনা'। *মুহম্মদ আবদুল হাই স্মারক গ্রন্থ*, ১৩-২০। ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

হক, মুহম্মদ এনামুল। (২০০০)। অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই। (সম্পা. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান), *মুহম্মদ আবদুল হাই স্মারক গ্রন্থ*, ৭৬-৮২, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

হাই, মুহম্মদ আবদুল। (১৯৯৪)। 'আমাদের বাংলা উচ্চারণ'। (সম্পা.) হুমায়ুন আজাদ, *মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী* ৩, ৫৪-৬২, ঢাকা: বাংলা একাডেমী

--------------- (১৯৬৯)। *তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা*। ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ

হোসেন, ফারুক। (২০১৮)। *আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধ্রুব নক্ষত্র*। টাঙ্গাইল: ছায়ানীড়